পরিবেশ অধিদপ্তরের ত্রৈমাসিক প্রকাশনা

পরিবেশ বার্তা

প্রকাশকাল : জানুয়ারি-মার্চ ২০২৫। সংখ্যা : ১

পরিবেশ অধিদপ্তর

- নীতি থেকে কার্যকর পদক্ষেপ: বাংলাদেশে প্লাস্টিক ও সামুদ্রিক বর্জ্য প্রতিরোধে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ
- পলিথিন/পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধকরণ কার্যক্রম
- হর্ন বাজানো নিরুৎসাহিতকরণ কর্মসূচির উদ্বোধন
- পরিবেশ অধিদপ্তরে সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন
- আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন
- পলিথিনের বিরুদ্ধে রাজধানীতে বিশেষ অভিযান: ১০০ টন নিষিদ্ধ পলিথিনসহ ৩টি কারখানা সিলগালা
- Review and Identify Safety Standards for Flammable Refrigerants এবং বাংলাদেশে নিয়োজিত রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার-কন্ডিশনিং সার্ভিস টেকনিশিয়ানদের জন্য কোড অব প্রাকটিস শীর্ষক পরামর্শক কর্মশালার আয়োজন
- ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন সংক্রান্ত পরামর্শক কর্মশালার আয়োজন প্রশিক্ষণ
- এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (স্টেজ-২)-ইউএনইপি কম্পোনেন্ট- প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও সনদ বিতরণ
- অগ্নি দুর্ঘটনা ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন
- পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন
- Dissemination Workshop on EBA Project Implementation in Drought Prone Barind Tract
- কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্লাস্টিক দূষণ বিরোধী কার্যক্রম
- বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীতে দূষণের উৎস চিহ্নিতকরণে জরীপ কার্যক্রম
- গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

উপদেষ্টা
ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি
মহাপরিচালক, পরিবেশ অধিদপ্তর

সমন্বয়কারী
ড. মুঃ সোহরাব আলি, অতিরিক্ত মহাপরিচালক (চলতি দায়িত্ব)

সম্পাদক
মোঃ খালেদ হাসান, পরিচালক (আইটি), (চলতি দায়িত্ব)

সহ-সম্পাদক
নাজিম হোসেন শেখ, উপপরিচালক (প্রচার)

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়
পরিবেশ ভবন, ই/১৬ আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর
ঢাকা-১২০৭, বাংলাদেশ। ফোন: ৮৮ ০২ ২২২২১৮৫০০
ই-মেইল : dg@doe.gov.bd
ওয়েব সাইট : www.doe.gov.bd
ফেসবুক : www.facebook.com/doebd

নীতি থেকে কার্যকর পদক্ষেপ : বাংলাদেশে প্লাস্টিক ও সামুদ্রিক বর্জ্য প্রতিরোধে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ

২০২৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে সরকারি প্রতিষ্ঠান, আন্তর্জাতিক সংস্থা, একাডেমিয়া ও শিল্পখাতের প্রতিনিধিদের অংশগ্রহণে "নীতি থেকে কার্যকর পদক্ষেপ, বাংলাদেশে প্লাস্টিক ও সামুদ্রিক বর্জ্য প্রতিরোধে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ" শীর্ষক একটি গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত এই সম্মেলনটি ইউনাইটেড নেশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইউনিডো) এবং নরওয়ে সরকারের সহযোগিতায় আয়োজিত হয় ।

নীতি থেকে কার্যকর পদক্ষেপ: বাংলাদেশে প্লাস্টিক ও সামুদ্রিক বর্জ্য প্রতিরোধে সমন্বিত পদক্ষেপ গ্রহণ শীর্ষক সম্মেলনে বক্তব্য রাখছেন, প্রধান অতিথি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

টেকসই সমাধানের মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব অর্জনের লক্ষ্য

সম্মেলনটি "বাংলাদেশে টেকসই প্লাস্টিক ব্যবহার ও সামুদ্রিক বর্জ্য প্রতিরোধে সমন্বিত পদক্ষেপ প্রকল্প"-এর একটি অংশ। এই প্রকল্পটি বাংলাদেশের অপ্রতুলতার প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কারণে সৃষ্টি হওয়া পরিবেশগত ও আর্থ-সামাজিক সংকট মোকাবেলায় সরাসরি কাজ করে। বঙ্গোপসাগরে প্লাস্টিক বর্জ্যের ফলে সামুদ্রিক বাস্তুসংস্থান, জনস্বাস্থ্য ও উপকূলীয় জনগোষ্ঠীর জীবিকার জন্য মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন।

এই প্রকল্প বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি (বাসেল ও স্টকহোম কনভেনশন) ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (বিশেষত এসডিজি ১৪.১) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা

বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি একটি সার্কুলার ইকোনমি মডেলের মাধ্যমে প্লাস্টিকের ব্যবহার টেকসইভাবে হ্রাস, পুনর্ব্যবহারের চর্চা বৃদ্ধি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

প্রকল্পের লক্ষ্যগুলোর সাথে কার্যক্রমের সমন্বয়:

সম্মেলনটি প্রকল্পের চারটি মূল উপাদানের সাথে কৌশলগতভাবে সংযুক্ত ছিল, যার মাধ্যমে উচ্চস্তরের নীতিকে বাস্তব কর্মকৌশলে রূপান্তরিত করা হয়:

১. **নীতি পরিবর্তন:** অংশগ্রহণকারীরা বর্তমান নীতি কাঠামো বিশ্লেষণ করেন, শূন্যতা ও সুযোগগুলোর উপর আলোচনা করেন এবং একটি বৃত্তাকার প্লাস্টিকের অর্থনীতি গড়ে তুলতে নিয়ন্ত্রণমূলক বাস্তবায়নের উপর জোর দেন।

২. **ভোক্তা সচেতনতা ও সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ:** সম্মেলনে স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয় এবং স্থানীয় সম্প্রদায়ের মধ্যে পরিচ্ছন্নতা অভিযান এবং শিক্ষামূলক কর্মসূচির মাধ্যমে ব্যাপক সম্পৃক্ততার প্রচেষ্টা তুলে ধরা হয়।

৩. **বায়োমেডিকেল প্লাস্টিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা:** বায়োমেডিকেল বর্জ্য ক্রমবর্ধমান হারে বৃদ্ধি পাওয়ায় বিশেষজ্ঞরা টেকসই ব্যবস্থাপনা অনুশীলন নিয়ে আলোচনা করেন। স্বাস্থ্যসেবা প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য উন্নত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং উদ্ভাবনী পদ্ধতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়।

৪. **টেকসই পুনর্ব্যবহার ও শিল্প সম্পৃক্ততা:** এই অনুষ্ঠানে রিসাইক্লিং শিল্পকে উৎসাহিত করার জন্য শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলিকে রিসোর্স-ইফিসিয়েন্ট ক্লিনার প্রোডাকশন এবং উন্নত প্রযুক্তি গ্রহণের উপর জোর দেওয়া হয়েছে।

পলিথিন/পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধকরণ কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠান

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটোরিয়ামে গত ২১ জানুয়ারি, ২০২৫খ্রি. তারিখে পলিথিন/পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধকরণ কার্যক্রমে স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান। প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপদেষ্টা মহোদয় বলেন, পলিথিন উৎপাদন শ্রমিকরা মানবেতর পরিবেশে কাজ করলেও তা নিয়ে সোচ্চার নয় পলিথিন কারখানার মালিকগণ। পলিথিন ব্যবহার বন্ধ না হলে দেশের পরিবেশ বাঁচানো সম্ভব হবে না। নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন যেন ট্রাকে করে ঢাকার বাইরে যেতে না পারে, সেজন্য বাংলাদেশ পুলিশ বাহিনীর সদস্যগণকে সর্তক থাকার নির্দেশনা দেওয়া হয়।

অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের সনদ বিতরণী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধান অতিথি পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন একই মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। অনুষ্ঠানটি সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি।

পলিথিন/পলিপ্রোপাইলিন শপিং ব্যাগের ব্যবহার বন্ধকরণ কার্যক্রমে সনদপ্রাপ্ত অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের একাংশ

অংশগ্রহণকারী স্বেচ্ছাসেবকদের মাঝে সনদ বিতরণ করছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

“হর্ন বাজানো নিরুৎসাহিতকরণ” কর্মসূচির উদ্বোধন

বাংলাদেশ সচিবালয়ের ১নং গেটের বিপরীতে ওসমানী উদ্যানের সামনে গত ২০ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে “হর্ন বাজানো নিরুৎসাহিতকরণ” কর্মসূচির শুভ উদ্বোধন করেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সম্মানিত সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ। তিনি বলেন, আমাদের শব্দদূষণকারীদের ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিহত করতে হবে। তিনি আরো বলেন, এ কর্মসূচির আওতায় শব্দদূষণ নিয়ন্ত্রণে সচেতনতামূলক প্রচার চালানো হবে এবং ভ্রাম্যমান আদালতের মাধ্যমে বিধিবহির্ভূত হর্ন ব্যবহারের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

“হর্ন বাজানো নিরুৎসাহিতকরণ” কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের সচিব ড. ফারহিনা আহমেদ

পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান, এনডিসি বলেন, উচ্চ শব্দ বা শব্দের তীব্রতা শব্দ জনস্বাস্থ্য ও পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। শব্দদূষণ বন্ধ করতে সবাইকে সচেতন হতে হবে। হাসপাতাল ও আবাসিক এলাকাসহ সব নীরব এলাকাকে শব্দহীন রাখতে হবে। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো. কামরুজ্জামান, এনডিসি, বন অধিদপ্তরের প্রধান বন সংরক্ষক জনাব মোঃ আমীর হোসাইন চৌধুরী, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব ড. ফাহমিদা খানম ও অতিরিক্ত সচিব জনাব মো. খায়রুল হাসানসহ মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তাবৃন্দ এবং পরিবেশবাদী সংগঠন ও শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন। এই কর্মসূচি সচিবালয় এলাকা, শিক্ষা ভবন, জিরো পয়েন্ট, পল্টন মোড়, কদম ফোয়ারা, আগারগাঁও শিশু হাসপাতাল, পঙ্গু হাসপাতাল, বেতার মোড় ও নিউরোসায়েন্স হাসপাতালের সামনে বাস্তবায়ন করা হয়।

পরিবেশ অধিদপ্তরে সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালার আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে গত ২৩ মার্চ, ২০২৫ তারিখে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বিষয়ক এক গুরুত্বপূর্ণ কর্মশালার আয়োজন করা হয়, যেখানে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক, পরিচালকবৃন্দ, প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও বিবিএস-এর প্রতিনিধিসহ অন্যান্য কর্মকর্তারা অংশগ্রহণ করেন। প্রধান অতিথি হিসেবে ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি, তাঁর বক্তব্যে এসডিজি বাস্তবায়নে দিকনির্দেশনা প্রদান করেন এবং আন্তরিকতার সাথে কাজ করার জন্য আহবান জানান। কর্মশালার সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (পরিকল্পনা) ও এসডিজি ফোকাল পয়েন্ট জনাব মোহাম্মদ হাসান হাছিবুর রহমান, তিনি এসডিজি অর্জনে অধিদপ্তরের বর্তমান অবস্থা ও ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন। উলেখ্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ (GED) কর্তৃক পরিবেশ অধিদপ্তরকে ১৭টি ইন্ডিকেটরের ডেটা সোর্স হিসেবে নির্বাচিত করা হয়েছে। কর্মশালার শেষভাগে গ্রুপ ওয়ার্কের মাধ্যমে অধিদপ্তরের বিভিন্ন শাখার কর্মকর্তারা সংশ্লিষ্ট ইন্ডিকেটর বাস্তবায়নে তাদের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন।

সাসটেইনবল ডেভেলপমেন্ট গোল (এসডিজি) বিষয়ক কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখছেন ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপন

আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদযাপনের স্থিরচিত্র

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও পরিবেশ অধিদপ্তরে যথাযোগ্য মর্যাদায় আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন করা হয়। "অধিকার, সমতা, ক্ষমতায়ন, নারী ও কন্যার উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্য কে সামনে রেখে পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০২৫ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে একটি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। আলোচনা সভায় পরিবেশ অধিদপ্তরের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মচারীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। আলোচনা শেষে পরিবেশ অধিদপ্তরে কর্মরত সকল নারী কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের ফুল দিয়ে বরণ করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি। মহাপরিচালক তাঁর বক্তব্যে নারী সহকর্মীর প্রতি পরিবেশ অধিদপ্তরে বিদ্যমান সম্মান, সহমর্মিতা ও সহযোগিতা আরও সুদৃঢ় করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। বিশেষ করে ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য নান্দনিক, নিরাপদ ও আনন্দঘন একটি কর্মস্থল তৈরির জন্য সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীর প্রতি আহ্বান জানান। এছাড়াও পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক এবং সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ উক্ত আয়োজনে উপস্থিত ছিলেন।

পলিথিনের বিরুদ্ধে রাজধানীতে বিশেষ অভিযান: ১০০ টন নিষিদ্ধ পলিথিনসহ ৩টি কারখানা সিলগালা

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের উপসচিব রুবিনা ফেরদৌসীর নেতৃত্বে পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট শাখার একটি দল কর্তৃক বিগত ১৬ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি. তারিখে রাজধানীর কামরাঙ্গীরচরে একটি বিশেষ অভিযান পরিচালনা করা হয়। অভিযানে আনুমানিক ১০০ টন পলিথিনসহ নিষিদ্ধ পলিথিন উৎপাদনকারী তিনটি কারখানা সিলগালা করা হয়। এসময় বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন করার পাশাপাশি এবং অবৈধ পলিথিন উৎপাদন সংশ্লিষ্ট মেশিনারীজ জব্দ করা হয়েছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের মনিটরিং অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট শাখার পরিচালক, নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশ ও র‍্যাবের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ অভিযানে অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া ময়মনসিংহ ও নারায়ণগঞ্জে একই ধরনের অভিযান চালিয়ে ৯টি মামলায় ১৭ হাজার ৫০০ টাকা জরিমানা আদায় করা হয় এবং অভিযানে ২,০০৫ কেজি পলিথিন জব্দ করা হয়।

নিষিদ্ধ ঘোষিত পলিথিন শপিং ব্যাগের বিরুদ্ধে রাজধানীতে বিশেষ অভিযানের স্থিরচিত্র

Review and Identify Safety Standards for Flammable Refrigerants এবং বাংলাদেশে নিয়োজিত রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার-কন্ডিশনিং সার্ভিস টেকনিশিয়ানদের জন্য কোড অব প্রাকটিস শীর্ষক পরামর্শক কর্মশালার আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরে গত ৬ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি: তারিখে Review and Identify Safety Standards for Flammable Refrigerants এবং বাংলাদেশে নিয়োজিত রেফ্রিজারেটর এবং এয়ার-কন্ডিশনিং সার্ভিস টেকনিশিয়ানদের জন্য কোড অব প্রাকটিস শীর্ষক পরামর্শক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: কামরুজ্জামান, এনডিসি। পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (বায়ুমান ব্যবস্থাপনা), জনাব মোঃ জিয়াউল হক এবং পরিচালক (আইটি), জনাব মোঃ খালেদ হাসান উপস্থিত ছিলেন।

কর্মশালায় বক্তব্য রাখেন, পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মো: কামরুজ্জামান, এনডিসি।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন সংক্রান্ত পরামর্শক কর্মশালার আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২৫ খ্রি: তারিখ ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন সংক্রান্ত পরামর্শক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি। এছাড়া কর্মশালাটিতে পরিবেশ অধিদপ্তরের সম্মানিত পরিচালকবৃন্দ ও সংশ্লিষ্ট উপপরিচালকগণ উপস্থিত ছিলেন।

ওজোনস্তর ক্ষয়কারী দ্রব্য (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০০৪ সংশোধন সংক্রান্ত পরামর্শক কর্মশালার স্থিরচিত্র

এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (স্টেজ-২)-ইউএনইপি কম্পোনেন্ট- প্রকল্পের প্রশিক্ষণ ও সনদ বিতরণ

প্রশিক্ষণ কর্মশালার স্থিরচিত্র

ট্রেনিং অব ট্রেইনার (ToT) কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট (স্টেজ-২)-ইউএনইপি কম্পোনেন্ট" প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট এবং যুব উন্নয়ন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের রিফ্রিজারেশন ও এয়ারকন্ডিশনিং বিষয়ের শিক্ষক/প্রশিক্ষকদের নিয়ে গত ১৮ মার্চ, ২০২৫ খ্রি: তারিখে আয়োজিত "Training of Trainers (ToT) on Good Service Practices in Refrigeration & Air-conditioning" শীর্ষক প্রশিক্ষণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি।

পরিবেশ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন "এইচসিএফসি ফেজ আউট ম্যানেজমেন্ট প্ল্যান (স্টেজ-২)-ইউএনইপি কম্পোনেন্ট" প্রকল্পের আওতায় কাস্টমস কর্মকর্তাদের মন্ট্রিল প্রটোকল সংক্রান্ত বিষয়াদি সম্পর্কে গত ২৩ মার্চ, ২০২৫ খ্রি: তারিখে অনুষ্ঠিত দিনব্যাপী ট্রেনিং অব ট্রেইনার (ToT) কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে সনদ বিতরণ করছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি ও পরিচালক জনাব মোঃ জিয়াউল হক, পরিবেশ অধিদপ্তর।

অগ্নি দুর্ঘটনা ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়ার আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরের অডিটরিয়ামে গত ১৮ মার্চ, ২০২৫ খ্রি: তারিখে "অগ্নি দুর্ঘটনা ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ক এক প্রশিক্ষণ ও মহড়া" এর আয়োজন করা হয়। প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে পরিবেশ অধিদপ্তরের সদর দপ্তরসহ ঢাকা অঞ্চল, ঢাকা মহানগর, ঢাকা গবেষণাগার এবং ঢাকা জেলা কার্যালয়ের সর্বস্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীগণ উপস্থিত ছিলেন। উক্ত অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক (জলবায়ু পরিবর্তন ও আন্তর্জাতিক কনভেনশন), মির্জা শওকত আলী। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য প্রদান করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মুঃ সোহরাব আলি।

অগ্নি দুর্ঘটনা ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়ায় বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপিরিচালক ড. মুঃ সোহরাব আলি

অগ্নি দুর্ঘটনা ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ শেষে অগ্নি দুর্ঘটনা বিষয়ক মহড়া

উক্ত প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষক হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ঢাকাস্থ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ফুলবাড়িয়ার উপসহকারী পরিচালক, জনাব অতীশ চাকমা। তিনি তাঁর বক্তব্যে অগ্নি দুর্ঘটনা ও ভূমিম্পের পূর্ব সতর্কতা এবং পরবর্তী ক্ষতি থেকে বাঁচার উপায় নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেন। আলোচনা শেষে হাতেকলমে প্রশিক্ষণ ও মহড়া অনুষ্ঠিত হয়। অগ্নি দুর্ঘটনা ও ভূমিকম্প প্রস্তুতি বিষয়ক প্রশিক্ষণ ও মহড়ার সভাপতিত্ব করেন পরিবেশ অধিদপ্তরের পরিচালক, প্রশাসন ও মানব সম্পদ উন্নয়ন জনাব মোঃ আব্দুলাহ আল মাসউদ।

পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন

পরিবেশ অধিদপ্তরে ৩য় তলাস্থ অডিটরিয়ামে গত ০৮ মার্চ, ২০২৫ খ্রি: ঢাকা অঞ্চল কার্যালয়ের আওতাধীন জেলা কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের অংশগ্রহণে "পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন" বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি, বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মুঃ সোহরাব আলি। পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন জনাব মাসুদ ইকবাল মোঃ শামীম, পরিচালক, পরিবেশগত ছাড়পত্র। স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন পরিচালক (আইটি) জনাব মোঃ খালেদ হাসান।

পরিবেশগত ছাড়পত্র অটোমেশন বিষয়ক প্রশিক্ষণে বক্তব্য রাখছেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক ড. মোঃ কামরুজ্জামান, এনডিসি

"Dissemination Workshop on EBA Project Implementation in Drought Prone Barind Tract" শীর্ষক সেমিনারের আয়োজন

"Dissemination Workshop On EbA project Implementation In Drought Prone Barind Tract" শীর্ষক সেমিনারে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মুঃ সোহরাব আলি

চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার গোমস্তাপুর উপজেলা অডিটরিয়ামে গত ২৩ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ তারিখে আয়োজিত Dissemination Workshop On EbA project Implementation In Drought Prone Barind Tract project under GEF-"Least Developed Country Fund (LDCF), Department of Environment" শীর্ষক সেমিনারে আলোচক হিসেবে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত

মহাপরিচালক ড. মুঃ সোহরাব আলি উপস্থিত ছিলেন। উক্ত সেমিনারে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক উল্লেখ করেছেন যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বাস্তবতা এবং বাংলাদেশ এর নির্দোষ শিকার। জলবায়ু পরিবর্তনের নেতিবাচক প্রভাব মোকাবেলায় পরিবেশগত শিক্ষা এবং সচেতনতা অপরিহার্য। তিনি বলেন, উৎপাদন প্রক্রিয়া এবং মানব স্বাস্থ্যের জন্য পানি হল একক গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। তাই মিঠা পানির প্রাপ্যতা বৃদ্ধি করা অত্যন্ত গুরুত্বপূণ। এই প্রচেষ্টার জন্য বৃষ্টির পানি সংগ্রহ একটি গুরুত্বপূণ বিকল্প। EbA প্রকল্পের আওতায় পুকুর/খাল পুনঃখনন এই অঞ্চলে পানির প্রাপ্যতা উন্নত করতে সাহায্য করবে। "Dissemination Workshop on EBA Project Implementation in Drought Prone Barind Tract" শীর্ষক সেমিনারে পরিবেশ অধিদপ্তরের অতিরিক্ত মহাপরিচালক ড. মুঃ সোহরাব আলি। তিনি আরও উল্লেখ করেছেন যে বৃষ্টির পানি সংগ্রহ বর্তমান অনুর্বর জমিকে উৎপাদনশীল জমিতে রূপান্তর করতে সাহায্য করতে পারে যা মানুষের জন্য স্বস্তি বয়ে আনবে। উক্ত সেমিনারে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালযের ভূতত্ত্ব ও খনি বিভাগের অধ্যাপক ড. চৌধুরী সরোয়ার জাহান, বিশেষ অতিথি বিএমডিএ-এর অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী জনাব সামসুল হোদা, এবং সভাপতিত্ব করেন সহকারী কমিশনার (ভূমি), জনাব কৃষ্ণ চন্দ্র প্রমুখ।

কমিউনিটি ও তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্লাস্টিক দূষণ বিরোধী কার্যক্রম

কমিউনিটি ও তরুণ প্রজন্মের নেতৃত্বে কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে প্লাস্টিক দূষণ বিরোধী কার্যক্রমের স্থিরচিত্র

২০২৫ সালের ৩ ফেব্রুয়ারি, পরিবেশ অধিদপ্তর, ইউনাইটেড নেশনস ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ইউনিডো) এবং নরওয়ে সরকারের সহযোগিতায় কক্সবাজার সমুদ্র সৈকতে একটি পরিবেশ সচেতনতামূলক সেমিনার ও পরিচ্ছন্নতা অভিযান পরিচালনা করেছে। এ আয়োজনের লক্ষ্য ছিল প্লাস্টিক দূষণ সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং টেকসই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বাস্তবসম্মত সমাধান তুলে ধরা। এ অনুষ্ঠানটি "বাংলাদেশে টেকসই প্লাস্টিক ব্যবহার এবং সামুদ্রিক বর্জ্য প্রতিরোধে সমন্বিত পদক্ষেপ" প্রকল্পের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, যা বাংলাদেশের প্লাস্টিক দূষণ থেকে উদ্ভূত পরিবেশগত ও সামাজিক-অর্থনৈতিক সংকট মোকাবেলায় কাজ করছে। বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চল ও বঙ্গোপসাগরে প্লাস্টিক দূষণ মারাত্মকভাবে বেড়ে যাওয়ায়, সামুদ্রিক জীববৈচিত্র্য, জনস্বাস্থ্য ও উপকূলীয় অর্থনীতির উপর এর নেতিবাচক প্রভাব ব্যাপক।

এই প্রকল্প বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক প্রতিশ্রুতি (বাসেল ও স্টকহোম কনভেনশন) ও টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার (বিশেষত এসডিজি ১৪.১) সাথে সঙ্গতিপূর্ণ, যা বাস্তবায়নের জন্য প্রকল্পটি একটি সার্কুলার ইকোনমি মডেলের মাধ্যমে প্লাস্টিকের ব্যবহার টেকসইভাবে হ্রাস, পুনর্ব্যবহারের অনুশীলন বৃদ্ধি এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনা অবকাঠামো উন্নত করার লক্ষ্যে কাজ করছে।

বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ ও বালু নদীতে দূষণের উৎস চিহ্নিতকরণে জরীপ কার্যক্রম

গত ২১-২৩ জানুয়ারি, ২০২৫ খ্রি. পরিবেশ অধিদপ্তরের উদ্যোগে বেসরকারি সংস্থা RDRC (River and Delta resource Center) এর কারিগরি সহায়তায় ঢাকার চারপার্শ্বের বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু নদীতে দূষণের উৎস (সরাসরি নদীতে পয়ঃবর্জ্য নির্গমনের নর্দমা, শিল্প কারখানার তরল বর্জ্য নির্গমনের নর্দমা, নদীর পাড়ে বিভিন্ন কঠিন বর্জ্য ডাম্পিং স্পট) GIS based Mapping এর মাধ্যমে চিহ্নিতকরণের কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে। বাংলাদেশ আভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্তৃপক্ষ (বিআইডব্লিউটিএ) এ কাজে স্পীডবোট দিয়ে সহযোগিতা প্রদান করে। বিআইডব্লিউটিএ'র উক্ত জরীপ কার্যক্রমে বুড়িগঙ্গা, শীতলক্ষ্যা, তুরাগ, বালু নদী দূষণের মোট ২৮ টি পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়। এর মধ্যে বুড়িগঙ্গা নদীতে ৫২৫ টি পয়েন্ট, শীতলক্ষ্যা নদীতে ১৭৩ টি পয়েন্ট, তুরাগ নদীতে ৯৭টি পয়েন্ট ও বালু নদে ৩৩ টি পয়েন্ট চিহ্নিত করা হয়। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা শাখার উপপরিচালক মুহাম্মদ আব্দুলাহ আল মামুন, RDRC এর চেয়ারম্যান মোহাম্মদ এজাজ ও জিআইএস এক্সপার্ট জনাব সাইফুল ইসলাম এ কার্যক্রমে মাঠ পর্যায়ে উপস্থিত থেকে এ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে। পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়ের মাননীয় উপদেষ্টা জনাব রিজওয়ানা হাসান ঢাকা শহরের চারপাশের নদীগুলোকে দূষণ ও দখলমুক্ত করার নানা ধরণের উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন। এ জরিপ কার্যক্রমের ফলাফল পরবর্তীতে নদীকে দূষণমুক্ত করার ক্ষেত্রে প্রস্তুতকৃত কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়নে বিশেষ ভূমিকা পালন করবে।

গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ

পবিত্র ঈদ-উল-ফিতর উপলক্ষ্যে নৌযানে যাতায়াতকালে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক/পলিথিন পরিবহণ ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করার লক্ষ্যে গত ২৫ মার্চ ২০২৫ খ্রি: তারিখে ৬টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় এবং উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য সংরক্ষণ ও পোড়ানো বন্ধ করার জন্য বিশেষ নির্দেশনা বিষয়ক গত ২৮ মার্চ ২০২৫ খ্রি: তারিখে ৩টি জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় গণবিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। একই সাথে বিজ্ঞপ্তিটি অধিদপ্তরের ওয়েবসাইটসহ সকল কার্যালয়ের ফেসবুকে প্রদান করার মাধ্যমে ব্যাপক প্রচারণা করা হয়।

গণবিজ্ঞপ্তি

পবিত্র ইদ-উল-ফিতর উপলক্ষে নৌযানে যাতায়াতকালে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক/পলিথিন পরিবহন ও ব্যবহার নিরুৎসাহিত করা হচ্ছে

- দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও দ্রুত নগরায়নের ফলে ব্যবহৃত প্লাস্টিকের মারাত্মক দূষণ হতে পরিবেশ সংরক্ষণ, পরিবেশ, প্রতিবেশ ও জীববৈচিত্র রক্ষায় সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক বন্ধ করিবার লক্ষ্যে সরকার কর্তৃক ১৭টি বস্তু/সামগ্রী/পদার্থকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক হিসেবে নির্ধারণপূর্বক প্রজ্ঞাপন জারী করা হয়েছে।
- জারীকৃত প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী একবার ব্যবহারযোগ্য তৈষজপত্র/কার্টলারি, বিভিন্ন পণ্যের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের মিনি প্যাকেট/সৌখিন ধারক, স্টাইরোফোমের খাবার মোড়ক/ধারক, পাতলা প্লাস্টিকের আবরণযুক্ত ফাস্টফুডের ধারক ইত্যাদিকে সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে।
- পবিত্র ইদ-উল-ফিতর উপলক্ষে নৌযানে যাত্রীদেরকে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক/পলিথিন (একবার ব্যবহারযোগ্য তৈষজপত্র/কার্টলারি, বিভিন্ন পণ্যের একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিকের মিনি প্যাকেট/সৌখিন ধারক (যেমন: চিপসের প্যাকেট, বিস্কিটের প্যাকেট, চানাচুরের প্যাকেট ইত্যাদি), স্টাইরোফোমের খাবার মোড়ক/ধারক, পাতলা প্লাস্টিকের আবরণযুক্ত ফাস্টফুডের ধারক ইত্যাদি) পরিবহন ও ব্যবহার না করার জন্য অনুরোধ করা হলো।
- পবিত্র ইদ-উল-ফিতর উপলক্ষে নৌযানে যাতায়াতকালে যাত্রীদেরকে একবার ব্যবহার্য প্লাস্টিক/পলিথিন প্রদান/সরবরাহ না করার জন্য সকল ব্যবসায়ী/লঞ্চ মালিক/লঞ্চ কর্তৃপক্ষ/লঞ্চ স্টাফ-কে অনুরোধ করা হলো।

সিঙ্গেল ইউজ প্লাস্টিক দূষণ রোধ করি
নদী দূষণ রোধপূর্বক জলজ জীববৈচিত্র রক্ষা করি।

পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়

গণবিজ্ঞপ্তি

উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য সংরক্ষণ ও পোড়ানো বন্ধ করার জন্য বিশেষ নির্দেশনা

সকলের অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা শহরের সাভার, আমিন বাজার, মাতুয়াইলসহ আশেপাশের এলাকায় রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক বা উন্মুক্ত স্থানে সকল ধরণের বর্জ্য স্তুপীকরণ ও পোড়ানো হচ্ছে যা বায়ুদূষণ (নিয়ন্ত্রণ) বিধিমালা, ২০২২ এর বিধি-১০ এর সুস্পষ্ট লঙ্ঘন। উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য স্তুপীকরণ ও পোড়ানো বন্ধ করার জন্য সর্বসাধারণ এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তর/সংস্থা/প্রতিষ্ঠানকে যথাযথ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হলোঃ

১) রাস্তা, সড়ক, মহাসড়ক বা উন্মুক্ত স্থানে বর্জ্য ফেলে রাখা এবং উন্মুক্ত অবস্থায় পোড়ানো সম্পূর্ণ বন্ধ করতে হবে। এটি একটি দন্ডনীয় অপরাধ;

২) বর্জ্য, পৌরবর্জ্য এবং গৃহস্থালি বর্জ্য খোলা অবস্থায় সংরক্ষণ বা পোড়ানো যাবে না;

৩) নালা, নর্দমা বা ড্রেনের বর্জ্য উত্তোলন করে রাস্তার পাশে স্তুপ আকারে জমা করা যাবে না;

৪) বিভিন্ন মার্কেট, শপিংমল, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও বাসাবাড়িতে সৃষ্ট ময়লা, আবর্জনা এবং ধূলাবালি রাস্তায় ফেলা ও পোড়ানো যাবে না।

এতে মারাত্মক বায়ু দূষণ তৈরি হচ্ছে যার ফলশ্রুতিতে আপনি নিজেই এবং আপনার পরিবারের সদস্যগণ স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে। এ ধরনের কার্যক্রম এ মুহূর্তে বন্ধ করার অনুরোধ করা হলো।

আসুন বায়ুদূষণ রোধ করি, সুস্থ ও সুন্দর ভবিষ্যৎ গড়ি

মহাপরিচালক
পরিবেশ অধিদপ্তর
পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়